দৈনিক ইনকিলাব

FEB. 22 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গাইড বই ঃ কাজীর গরু গোয়ালে থাকুক কেতাবে নয়

মকবুলা পারভীন

হু আগে থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত গাইড বই নিষিদ্ধ হয়ে আছে। নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি দুর্বলতা বেশী বলেই কি-না, ত্র-ছাত্রীদের টেবিলে গাইড বই শোভা পায়। ঢাকার বই জারে বা দোকানে গাইড বই তেজের সঙ্গেই বিক্রি হয়। বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে গাইড বইয়ের উত্তর পড়ানো হয় লেও জানা যায়।

মে-গঞ্জের ছেলে-মেয়েরা গাইড বইয়ের গ্রাহক হয় বেশী। দের বক্তব্য লেখাপড়া স্কুলে যা হয় তা অসম্পূর্ণ। ইংরেজী ব্দের অর্থ, বাক্যের অর্থ, প্রশ্ন উত্তর তারা শিক্ষককের কাছ থকে বেশী পায় না আবার তাদের টিউটর রাখার সাধ্যও নেই। আবার অংক গাইড বই, সমাজ বা বাংলা, ইতিহাস বা জ্ঞান এগুলোর উত্তর পাওয়া সহজ হয়। তাই বইয়ের চেয়ে ই গুণ/তিন গুণ বেশী মূল্য দিয়ে নোট বই কিনে পড়ে তারা ড়া মুখস্থ করা সেরে ফেলে। গাইড বইয়ের পাঠকের ধারণা াইড বই পড়ে ভালো নম্বর পাওয়া যায় না আবার ফেলও রে না ছাত্র-ছাত্রীরা। যদি গাইড বইয়ে ভুল তথ্য, ভুল পাত্ত দেয়া না থাকে। অভিযোগ আছে, দেশে বিভিন্ন নামে, ভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের নামে এমন কিছু গাইড বই জারে আছে যাতে অনেক ভুল উত্তর ও তথ্য দেয়া থাকে। কান ছাত্র যদি মূল বই না পড়ে গাইড ফলো করে তবে তার ক্ষা জীবন বরবাদ হতে পারে এ আশংকা আছে। গাইড বই ড়া ক্ষতিকর জেনেও অভিভাবকগণ ছেলে-মেয়েদের গাইড ই কিনে দেন। কারণ হচ্ছে, যে সরকার ক্ষমতায় আসে তারা দের বশংবদ এমন কিছু লেখকের এমন কিছু প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা বা রচনা পাঠ্যপুস্তকে স্থান দেন যা থেকে প্রশ্ন হলে যথাযথ উত্তর দেয়া কঠিন হয়। তাই গাইড কিনে গাঁটের টাকা খরচ করে অভিভাবকগণ ছাইপাশ কিনে দেন।

ব্যাপার আরো আছে। আজকাল পত্র-পত্রিকা, পোস্টার, রেডিও বা টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনে গাইড বইয়ের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য চটকদার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হচ্ছে। এতে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকগণ ভালো রেজাল্ট করা ও করানোর আশায় গাইড বইয়ের প্রতি আকর্ষিত হচ্ছে। এক তথ্যে জানা গেছে, ১৯৮০ সাল থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত টেকস্ট বইয়ের গাইড প্রকাশ নিষিদ্ধ। যারা এ নিষেধ অমান্য করবে তাদের ৭ বছরের কারাদণ্ড ও ২৫ হাজার টাকা জরিমানা দণ্ড হবে। এ হচ্ছে কাজীর গরু কেতাবে থাকার মত অবস্থা। হাটে-গঞ্জে, শহরে, দোকানে দোকানে গাইড বই। তাও আবার অত্যন্ত উচ্চমূল্যে বিক্রি হচ্ছে। ক্লাস সিক্স-সেভেনের কোন কোন গাইড বইয়ের দাম ১২০ টাকা পর্যন্ত। জানা গেছে, গাইড বই বা নোটের ব্যবসা থামানোর কেউ নেই। অধিকাংশ প্রকাশনা সংস্থাই মিথ্যা ঠিকানা, ভুয়া শিক্ষকের নাম ব্যবহার করে ব্যবসা করে যাচ্ছে।

ঢাকার অনেক শিক্ষিত অভিভাবকও গাইড বই কিনতে অতিউৎসাহী। এর কারণ বই থেকে উত্তর লিখলে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা নাকি বেশী নাম্বার দেন না। কাজেই বিভিন্ন গাইড বই থেকে কঠিন শব্দ ও বাক্যচয়ন করে বড় করে উত্তর লিখে তা পরীক্ষার খাতায় হাজির করলে নাকি বেশী নাম্বার বা প্লেস পাওয়া যায়। এ থেকে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যেও বেশী নাম্বারের জন্য বিভিন্ন গাইড বই সংগ্রহের প্রবণতা দেখা দেয়। জানা গেছে, একশ্রেণীর শিক্ষক গাইড বই কেনার পক্ষে এবং গাইড বইয়ের উত্তর লিখে দিলে বেশী নাম্বার দিয়ে তারা পরোক্ষভাবে নোট বই প্রকাশকে উৎসাহিত করছেন। এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের লেনদেন বা প্রকাশনার সঙ্গে তাদের জড়িত থাকা মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। জানা গেছে, একশ্রেণীর শিক্ষক নাকি প্রকাশ্যে ক্লাসে পরামর্শ দেন গাইড বই কেনার। এ ধরনের মন-মানসিকতাসম্পন্ন শিক্ষক যে ছাত্রদের শুভাকাঙ্ক্ষী নয় সে ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের সচেতন থাকা দরকার।

শিক্ষার্থীরা যদি বছরের পর বছর অন্যের তৈরী করে দেয়া নোট মুখস্থ করে পরীক্ষা দিয়ে পাস করে তবে তাদের মেধা-মননের বিকাশের কি হবে? পড়ালেখার অর্থ হচ্ছে জ্ঞানের বিকাশ, সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটানো। অথচ গাইড বই শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক চিন্তা বিকাশের পথে বাধা দিচ্ছে। নোট লিখে পাস করে সার্টিফিকেট পাওয়া যায়; কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানার্জন সম্ভব হয় না। এজন্যই দেশে দিন দিন শিক্ষার নিম্নগামিতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে, সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য স্কুলের পাঠদানে শিক্ষকদের আরও সচেতন, আরও আন্তরিক হতে হবে। তবেই অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীগণ নোট বই পরিহার করার মানসিকতা পোষণ করবেন। এই সঙ্গে শাস্তিযোগ্য অপরাধকে যারা পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া শ্রেয়। গাইড বই রচনা, এর বিজ্ঞাপন প্রচার, বিক্রয়-বিতরণে যারা জড়িত তাদের এমনি এমনি ছেড়ে দেয়ার অর্থ শিক্ষাকে বিপর্যস্ত করা। দেশে অনেক অনিয়ম, দুর্নীতিই প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। কর্তৃপক্ষের চোখের সামনে, নাকের ডগার ওপর দিয়ে অবৈধ ব্যবসা চলছে অথচ সবাই নির্বিকার। নোট বই প্রকাশকরা কোটি কোটি টাকা রোজগার করছে। এই ভাগ-বাঁটোয়ারায় হয়তো কারো কারো হিস্যা রয়েছে। তাই শিক্ষা নিয়ে এ ধরনের অবৈধ ব্যবসাকে বন্ধ করা হয়নি। কিন্তু এখন এই ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার। শিক্ষিত, জ্ঞানচর্চাকারী, মেধা-মননধারী জাতি চাইলে অবৈধ নোট বই বন্ধ করতে হবে। এর বিকল্প নেই।